সংবাদ

তারিখ ... 14 FEB 2005
পৃষ্ঠা — ৪ ... কলাম ... ২

ঝিনাইদহে পাঠ্যবই নিয়ে শিক্ষকদের ঘুষ বাণিজ্য

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে ছাত্রছাত্রীদের সহ-পাঠক্রম বই নির্ধারণ নিয়ে সরকারি, বেসরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকরা ঘুষ বাণিজ্যে মেতে উঠেছেন। শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রকাশনীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিম্নমানের বই পড়তে বাধ্য করছেন। ফলে অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার শৈলকুপার কয়েকটি স্কুলের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে পাল্টাপাল্টি স্মারকলিপি দিয়েছে।

বেশ ক'জন অভিভাবক অভিযোগ করে বলেছেন, ঝিনাইদহের বেশ কিছু শিক্ষক সিন্ডিকেট গঠন করে বিভিন্ন প্রকাশনীর বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে তা কেনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করছেন। সুযোগ বুঝে এই প্রকাশনাগুলোও বইয়ের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিম্ন আয়ের অভিভাবকরা এই সব বই কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভায়ও বিষয়টি উত্থাপন করা হয়।

পুস্তক ব্যবসায়ীদের কয়েকজন জানিয়েছেন, টাকার বিনিময়ে স্কুলের শিক্ষকরা অত্যন্ত নিম্নমানের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এসব হাইস্কুলের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল, শিশুকুঞ্জ কলেজিয়েট স্কুল, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, নারিকেলবাড়িয়া, মধুপুর, নিউ একাডেমি, সাধুপতিরাম, বাজার গোপালপুর, চোরকোল, হরিণাকুণ্ডু (?) শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, কবিরপুর হাইস্কুলসহ জেলার অধিকাংশ হাইস্কুল।

এ নিয়ে গত দু'দিন ধরে শৈলকুপা উপজেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর নিম্নমানের ইংরেজি গ্রামার, বাংলা ব্যাকরণ ও দ্রুতপঠন উচ্চ মূল্যে কিনতে বাধ্য করার প্রতিবাদে ৯ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপার সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের রুমে তালা লাগিয়ে দেয়। তারা দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিচারের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ৬০/৭০ টাকার বই কতিপয় শিক্ষক ১৩০ টাকায় কিনতে বাধ্য করছেন। অভিভাবকদের একটি সূত্র জানান, শিক্ষকদের চাপিয়ে দেয়া নিম্নমানের এইসব বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে জেলার অভিভাবকদের প্রায় কোটি টাকা গচ্চা দিতে হবে। এ নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে পাল্টা অভিযোগ করেছেন শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষকবৃন্দ। তারা বলেছেন, ৯ ফেব্রুয়ারি কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল জনতা মিছিলসহ এসে শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কবিরপুর হাইস্কুলে হাজির হয়। তারা স্কুলের শিক্ষকদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়।